যুগান্তর

29 JUL 2008

চবি'র দুই ছাত্রলীগ নেতাসহ ৪ শিক্ষার্থী গ্রেফতার

ছাত্র ধর্মঘট আজ থেকে

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্রলীগ নেতাসহ চার শিক্ষার্থীকে সোমবার আটক করেছে পুলিশ। আটককৃতরা হচ্ছে ছাত্রলীগের উপ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম জুয়েল, সমাজসেবা সম্পাদক মহসিন করিম রিয়েল, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র নুরুজ্জামান ও গণিত বিভাগের দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্র শফিকুল ইসলাম। এদের মধ্যে ছাত্রলীগের দুই নেতাকে জরুরি অবস্থা ভঙ্গের মামলায় এবং অপর দুই ছাত্রকে ধারাল অস্ত্র রাখার দায়ে আটক করা হয়েছে। ছাত্রলীগের দুই নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সংগঠনের নেতাকর্মীরা সোমবার সন্ধ্যায় এক বৈঠকে আজ থেকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে। রোববার ফতেয়াবাদ রেলস্টেশনে শাটল ট্রেন

চবি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

চবি : গ্রেফতার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ভাংচুরের ঘটনায় আটক দুই শিক্ষার্থীকে গতকাল জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জিআরপি থানায় আটককৃত দু'জনসহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, রোববার ফতেয়াবাদ রেলস্টেশনে শাটল ট্রেনভিত্তিক দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে সোমবার একই ধরনের ঘটনা ঘটানোর হীনউদ্দেশ্যে সিএফসি গ্রুপের কর্মীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে আসে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সকাল থেকে স্টেশন চত্বরে অবস্থান করে হাটহাজারী থানা পুলিশের একটি দল। সাড়ে ১০টার দিকে শাটল ট্রেন থেকে নামার পর দুই শিক্ষার্থী শফিকুল ও নুরুজ্জামানের ব্যাগ তল্লাশি করলে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১টি রামদা, ৫টি পাতিদা, ১৪টি লোহার রড ও ২টি লোহার পাইপ। এরপর তাদের আটক করে থানা হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখার সময় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছিল। এদিকে বিকালে হাটহাজারী থানায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আটককৃতদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ জরুরি অবস্থা ভঙ্গের অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি জুয়েল ও রিয়েলকে গ্রেফতার করে।

গত ৩০ এপ্রিল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনে মিছিল করে। এ ঘটনায় পুলিশ এ দু'জনসহ আরও পাঁচজনকে আসামি করে হাটহাজারী থানায় মামলা দায়ের করেছিল। পরে এদের সবাইকে আসামি করে চার্জশিট প্রদান করা হয়।

চবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এরশাদ হোসেন বলেন, শাটল ট্রেন ভাংচুরের ঘটনায় আটককৃতদের সঙ্গে ছাত্রলীগের কোন সম্পৃক্ততা নেই। জুয়েল-রিয়েলের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আজ থেকে আমরা লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট পালন করব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন বলেন, আটককৃতদের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। এ ব্যাপারে যা করার পুলিশ করবে।